আধুনিক, কিন্তু প্রগতিবাদী কবি নয়

ধূর্জটি মুখার্জী

[কয়েকটি কবিতা (কয়েকটি বাংলা গদ্য কবিতা, সমর সেন,]

যখন সমর সেন কর্তৃক ছোটো ছোটো কবিতার প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল তখন সেটা এক প্রকার সাধারণ অধিকারের দৌলতে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। সম্পাদক বইটি সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রিয় কবিতা গুলিকে নির্দেশ করেছিলাম, যার বেশির ভাগই ছিল সময় সেনের কবিতা। ঠিক তার পর থেকেই তাঁর অন্যান্য অনেক কবিতাই কবিতা ও পরিচয় পত্রিকাতে দেখা গেছে, এবং সেগুলি পরিশীলিত পাঠক গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করেছিল। আমরাও লক্ষ্ণৌ-এ একটা ছোট্ট কবিতাচক্র তৈরি করেছিলাম যেখানে সমর সেনের কবিতা পাঠ ও পুনরায় পাঠ করার জন্য প্রস্তাবিত বিষয়ে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল। স্বভাবতই একটি বইয়ের মধ্যে তার কবিতাগুলিকে পেয়ে আমি যার পরনাই আনন্দিত। যখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রতি আমার আকর্ষণ থেমে গিয়ে আমাকে নিঃসঙ্গ করে ছেড়ে দেবে, তখন এর গভীরে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া আমার অন্য কোনো বিকল্প থাকবে না। প্রযত্নক্রমে আমাদের লেখক টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেণ্টের সম্পাদকীয় থেকে তার প্রশংসার প্রাপ্য সম্মান পেয়েছিল। তথ্যটা কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের জন্য রাখা হয়েছে যারা এটাকে গ্রাহ্য করেছিল।

এইসব রচনা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঃ (১) সেইগুলি হল গদ্য কবিতা। কবিগুরু দল (syllable)-এর অনেক বন্ধনকে আলগা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পদ্যে ব্যবহৃত সেই ছন্দগুলিই তার সাম্প্রতিকতম ছন্দ, এবং অনেকের মতেই সেগুলি সৃজনমূলক দিক থেকেই বৈপ্লবিক। এক গুরুত্বপূর্ণ সীমা নিয়ে আমি এই মতামতটার সঙ্গে সহমত পোষণ করি। পরিবর্তনের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখতেই হবে যা পুরোপুরি প্রায়োগিত এবং সেইসকল স্বাতন্ত্র্য উপন্যাসের বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রণোদিত হয়। আমাদের বেশির ভাগ গদ্য কবিতা আগেকার শ্রেণীর অধীন। সাফল্য পেলে সেগুলি যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সমর সেনের মতো অল্প কয়েকজন দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতার মধ্যে পড়ে, এবং এই রূপেই সামনের দিকে পদক্ষেপ এগিয়ে মনে দাগ কেটে যায়। যখন সেগুলি এক গঠনমূলক ঐক্য পেয়ে থাকে এবং ধ্যান ধারণা ও কাজের মধ্যে এক সহজ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে তখন সেগুলি সুন্দর আধুনিক কবিতা হয়ে ওঠে। অন্যান্য বিভিন্ন গদ্য কবিদের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমি একই কথা বলতে পারতাম। স্বাভাবিক অবস্থানের বিপরীত গদ্য একটা গদ্য কবিতা নয়।

সমর সেনের রচনা সম্বন্ধে দ্বিতীয় ঘটনাটা হল সেগুলির ভাব (mood) ও বিষয়বস্তুর নতুনত্ব। নতুনত্বটা কেবলমাত্র তুলনামূলক কারণ এটা এখনই যথেষ্ট প্রাচীন হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে সমস্ত পরিশীলিত মনের উপর একটা বিমর্ষতা নেমে এসেছিল। এটাকে

শীঘ্রই বিশ্বাসের কারণেই তুলে ধরা হয়েছিল, হয় এটা মার্ক্সীয় স্বর্ণযুগ বা প্রাচীন খ্রিষ্টিয় স্বর্ণযুগের দ্বারাই করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় আরো বেশি সক্রিয় বলে প্রমানীত হয়েছে, সরল কারণ হল খ্রিস্টান কাজের আহ্বান আবেগ প্রবল মানবতাবাদে নেমে আসার প্রবণতা দেখায়, পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি সবসময় এর বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করে রাখে। অন্য কথায় বলা যায়, সমাজতন্ত্র নিয়তিবাদের বিশেষ ভাষায় ধর্মোন্মত্ততাকে ব্যাখ্যা করতে পারে যা দুঃখকষ্টের দৌলতে জন্ম নিয়েছে কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম দারিদ্র ও দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ কষ্টকে অব্যাখ্যাত রেখে গেছে। এইভাবে অডেন ও এলিয়টের কবিতার মধ্যে দুস্তর-ফারাক রয়ে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত ভালো জিনিস, এর দুধ ও মধু, এর বৈষ্ণবীয় স্যাকারিন ও এর বিমূর্তভাব সম্বন্ধে উপনিষদীয় আনন্দম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ ও যতীন সেনের ঘৃণাপূর্ণ মানসিকতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নীতিনিষ্ঠ ধিক্কার, প্রেমেন মিত্রের মানবতাবাদী সামঞ্জস্যহীনতা, এবং সমর সেনের প্রচ্ছন্ন অস্বীকৃতির মধ্যে ব্যবধানটা কতখানি প্রশস্ত। সমর সেনের বিষয়বস্তু নগরকেন্দ্রিক, এবং তাঁর মানসিকতা আধুনিক। সুন্দর বলে যা কিছু শেখানো হয়েছে নগর তার সবকিছুকে ধ্বংস করেছে। প্যাচুলির সুগন্ধি ও পেট্রলের পূতিগন্ধে অসংহত জনগোষ্ঠী। এটা মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে উন্নাসিকতার জন্ম দিয়েছে। এটা প্রচণ্ড ক্ষতিকারক এক দানব, একটা ময়াল সাপ, একটা ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মতোই অনেকটা। তা সত্ত্বেও এটা একটা ঘটনা যা কবির কাছ থেকে কোনো প্রকার চোখের জলের শ্রদ্ধার্ঘ্যকে আদায় করতে পারে না। কদর্যতার ঘটনা, নীচতার বাস্তবতাকে বৈশিষ্ট্য সূচকভাবে যুগোপযোগী করে তোলা হয়েছে।

তবুও সমর সেন কি যথার্থই সৃষ্টিশীল? আমি তা মনে করি না। কোনো কবিই সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে পারে না যদি না সে ইতিহাস বোধে, সৃষ্টির গতিশীলতায় মূলগতভাবে আপ্লুত হয়ে ওঠে। বাংলায় আজকের দিনের সাহিত্যিক তার লেখনীর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে সৃষ্টিশীল সামাজিক ভূমিকা পালন করছে বলে আমি মনে করি না। যদি সে একটা ঘটনার স্বীকৃতিতে বিমোহিত হয়ে যায় তবে তা করা যায় না, অর্থাৎ, যদি সে এটাকে একটা ঘটনায় পরিবর্তন না করে, তবে সেক্ষেত্রে আমি অতীতের মানসিকতাকে ধ্বংস করার বিষয়ে এর দ্বিগুণ সক্ষমতা ও প্রগতিবাদী নতুন মানসিকতা তৈরি করার কথা বলতে চাই। সমর সেন সম্বন্ধে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল প্রগতিবাদী না হয়েও তিনি তুলনামূলকভাবে একজন আধুনিক কবি। তিনি তার প্রথম রচনাটি মুজাফফর আহমেদকে উৎসর্গ করেছিলেন। নিছক ব্যক্তিগত আনুগত্যের তুলনায় এটা আরো অনেক বেশি কিছুকে বুঝিয়ে থাকে। নিস্ফলতার ঐতিহ্য কাব্যিক এলোমেলো ব্যবস্থার সবচেয়ে খারাপ আঙ্গিকের, অর্থাৎ সাহিত্যে শৈলীর কৃত্রিম চারুতার দিকে বেশ ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সমর সেন তো বয়সে তরুণ। এইসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে সমর সেনের রচনা সম্বন্ধে তৃতীয় একটি ঘটনাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। এটা তার শৈলীকে বিবৃত করে। সংক্ষিপ্ততাই এর প্রাণশক্তি। সুদৃঢ় বাক্ সংযম পাঠকদেরকে অনুভব করায় যে কমসে কম সবচেয়ে ভালো রচনাগুলি একটা একক স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার

প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ জন্মলাভ করেছে। তুলির ছোঁয়া প্রসারিত এবং কোনো পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে কম ওপর-পড়া মতামত নিয়ে কবিতাগুলি জাপানী হয়ে উঠবে। দীর্ঘতর রচনাগুলি অসমান ও অসংগঠিত।

স্বাভাবিকভাবে এরকম উপকরণ নিয়ে যে কেউ সেনের কবিতা থেকে প্রতীক ও চিত্রকল্পের প্রত্যাশা করতে পারে। সেগুলি সেখানে রয়েছে। তবুও কেউ সমর সেনকে একজন চিত্রকল্পবাদী বা একজন প্রতীকীবাদী বলে অভিহিত করবে না। সেগুলি বরং তার আসংজ্ঞান (fore-conscious) স্তরের অধীন। যথার্থভাবে বলতে গেলে সেগুলি যেমন বৈচিত্রপূর্ণ নয়, তেমনি গভীরে গিয়ে তলদেশে অনুসন্ধানেরও ইঙ্গিতবহ নয়। সন্দেহ নেই এর মধ্যে কয়েকটি হল যথার্থ কবিতা। তবুও সেগুলি হামেশাই ঘটে থাকে। এক ঘেঁয়েমির বিপদটা সর্বদাই বিদ্যমান।

সেই কারণে সমর সেন আজকের দিনে একজন আধুনিক প্রতিনিধিমূলক কবি। ইতিহাস বোধ দিয়ে নিজেকে জানানোর দ্বারা তার প্রগতিবাদী হয়ে ওঠা প্রয়োজন তিনি প্রতীকীবাদী হয়ে উঠতেও বাধ্য। তবুও তার এক বিশেষ ধারার কবি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোনোরকম সন্দেহ থাকতে পারে না।

অমৃত বাজার পত্রিকা, জুন ১৩, ১৯৩৭

অনুবাদ : তরুণ হাতি